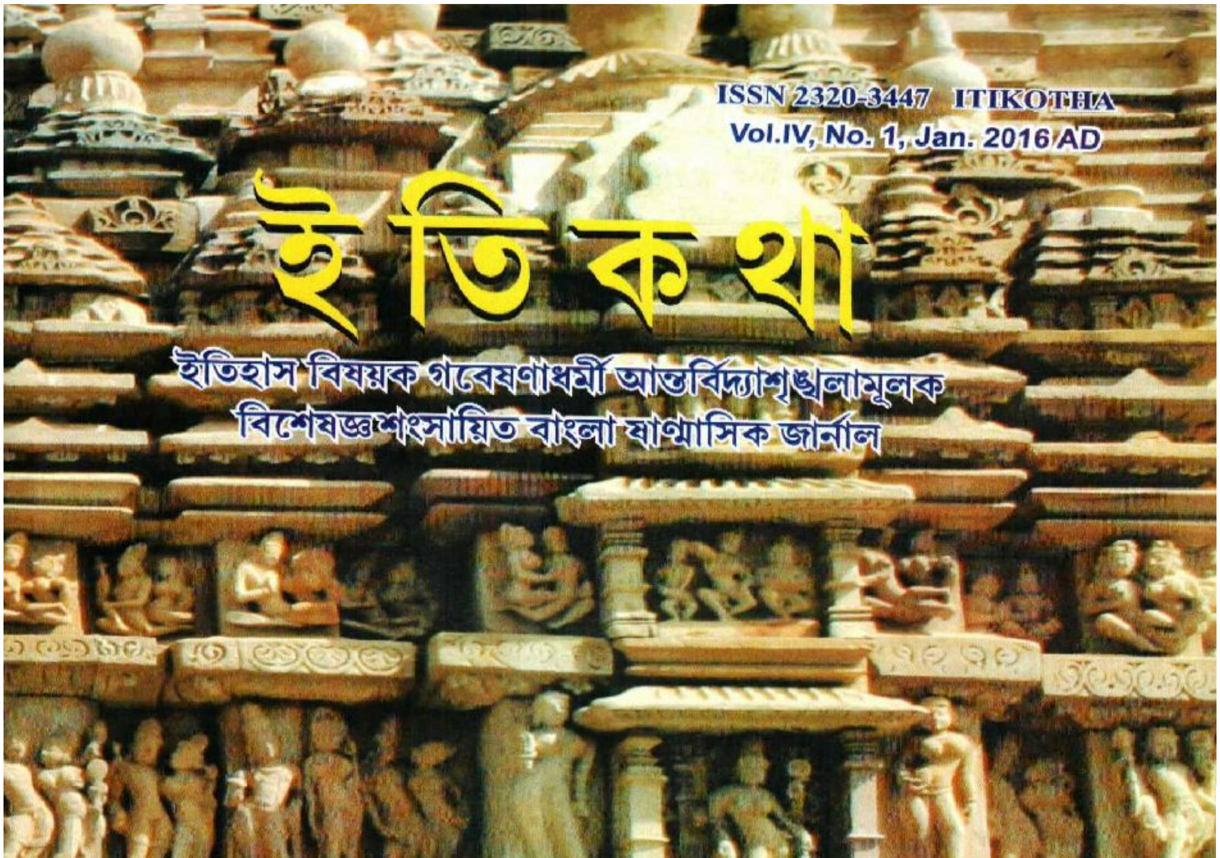

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol.IV, No. 1, Jan. 2016 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ-শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)

প্রফেসর নির্বাণ বসু

প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর

ড. সুচন্দ্রা ঘোষ

প্রফেসর অমিত দে

[illegible]
[illegible] বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
[illegible] Itikatha (Print)
[illegible] No. 1, January 2016 AD

[illegible] ৯

[illegible]

[illegible] পত্রিকার লেখক-সূচী (১৩৫৭-৭৭ বঙ্গাব্দ) ১১
[illegible]

[illegible]

[illegible] শতকে নদিয়ার ধর্মবিপ্লব ও বিবর্তন ৩৩
[illegible] বিশ্বাস

[illegible] শাহ ইতিহাসে ও নাটকে ৯৪
[illegible] চন্দ্র নন্দী

[illegible]র ভাষা : বর্ণরীতি ও সামাজিক শিষ্টাচার ১২৩
[illegible]নাথ মুখোপাধ্যায়

[illegible]স্মৃতি : আত্মকথার অভিযাত্রায় নারী ১৫২
[illegible] চক্রবর্তী

সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা ১৭৪
শর্বরী ঘোষ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর আদর্শ ও নরেন্দ্রপুর ১৯২
শাশ্বতী দত্ত

বিশেষ প্রবন্ধ

ত্রাণকার্য : সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে, বাংলা ১৯৪২-৫২ ২২৬
নির্বাণ বসু

ইতিকথা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১১-৩২
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

পুনর্মুদ্রণ

ইতিহাস পত্রিকার লেখক-সূচী
(১৩৫৭-৭৭ বঙ্গাব্দ)

দেবজ্যোতি দাশ

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে ১৩৫৭ সালের ভাদ্র মাস থেকে ত্রৈমাসিক পত্রিকা *ইতিহাস* প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১১ বর্ষের ১ম সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশের পর পত্রিকাটি দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তিন বছরের বেশিকাল বন্ধ থাকার পর ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ক্যালকাটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে পত্রিকার নবপর্যায় আরম্ভ হয়। সম্পাদনা করতেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ এবং অমলেশ ত্রিপাঠী।

আমরা এখানে *ইতিহাস* পত্রিকার যে লেখকসূচী সংকলিত করছি তা *ইতিহাস* পত্রিকার নবপর্যায় ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৮ সাল থেকে পুনর্মুদ্রিত। সংকলক ছিলেন দেবজ্যোতি দাশ। আমাদের এই পুরানো সংখ্যাটি জোগাড় করে দিয়েছে ড. গৌতম নিয়োগী। সেজন্য আমরা অধ্যাপক নিয়োগীর কাছে কৃতজ্ঞ। প্রয়াত অধ্যাপক দেবজ্যোতি দাশ ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক, কিন্তু ইতিহাস-অনুরাগী। সূচীটিতে পুরাতন পর্যায়ের ১ম সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত এবং নবপর্যায়ের ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা থেকে ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা পর্যন্ত তালিকা সংকলিত। *ইতিহাস* আরও কিছুকাল প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়। ভবিষ্যতে সেই অংশের সূচী আমরা দিতে চেষ্টা করব। *ইতিহাস* উঠে যাওয়ার পর *ঐতিহাসিক* নামে যে পত্রিকা বের হত তা-ও বন্ধ হয়ে গেছে। দেবজ্যোতি দাশ জানিয়েছেন: 'লেখকসূচীতে প্রত্যেক লেখকের নামের পরে তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলির নাম এবং পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা ও পৃষ্ঠ পরপর বিন্যস্ত হইয়াছে। পত্রিকার প্রথম পর্যায় ও নবপর্যায়ের মধ্যে

প্রবন্ধ

উনিশ শতকে নদিয়ার ধর্মবিপ্লব ও বিবর্তন একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস নির্মাণ

অসীম বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত : ৩ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি., সংশোধিত : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)

সারসংক্ষেপ

বৌদ্ধ-সংস্কৃতির অভিকেন্দ্র রূপে নদিয়ার সমৃদ্ধি ঘটেছিল অষ্টম-নবম শতাব্দীতে। সেন আমলে সম্ভবত নদিয়া ছিল বাংলার রাজধানী। শুধুমাত্র সেন রাজধানী হিসাবেই নয়, এক নাগাড়ে প্রায় পাঁচশো বছর যাবৎ ধরে নদিয়া ছিল বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রাণ কেন্দ্র, যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। সেই জেলারই কুসংস্কারচ্ছন্ন সমাজে মানবতাবাদী চৈতন্যদেবের আবির্ভাব একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তাঁর আবির্ভাবের ফলে এই জনপদের গৌরব পৌঁছে যায় সীমাহীন উচ্চতায়। তাঁর জ্ঞান-মনীষা ভারতবর্ষের গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁর জাদুদণ্ডের স্পর্শে বাংলা তথা ভারতের জনমনে এক অভূতপূর্বে জাগরণ ঘটেছিল, যা একদা জাতিকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে নানা রকম বিধিনিষেধ লক্ষ করা যায়। পূর্বের গৌড়ীয় আদর্শ থেকে ধর্মাচার্যগণ সরে আসেন এবং এই ধর্ম উচ্চবর্গের ধর্মে পরিণত হয়। নানা মতবিরোধ এই ধর্মের পূর্ব গৌরব ম্লান করে দেয়। তৈরি হয় বিভিন্ন দল, উপদল ও বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত চলতে থাকে এই টানাপোড়েন। তারই ফলশ্রুতি হিসাবে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতকের শেষার্ধ

* গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : sriashim.biswas@gmail.com

ইতিকথা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৬ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৯৪-১২২
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

প্রবন্ধ

জাহান্দার শাহ ইতিহাসে ও নাটকে

সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী*

(প্রাপ্ত : ৫ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.)

(এই প্রবন্ধে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের শুরু এবং বাংলা নাটকে তার প্রতিফলন কীভাবে হয়েছে, দেখাবার চেষ্টা হয়েছে।)

সারসংক্ষেপ

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু মোগল সাম্রাজ্যের পতনই ডেকে আনেনি, ওই ঘটনা মোগল দরবার ও হারেমকেও কলুষিত করেছিল। সিংহাসনের দখল নিয়ে আওরঙ্গজেব ও তাঁর পুত্র তথা পৌত্রদের বংশগত লড়াই মোগলদের রাজকীয় ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেয় এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস করে প্রশাসক তথা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাকে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু ঘটামাত্র সিংহাসনের অধিকারের প্রশ্নে তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে লড়াই শুরু হল। বাহাদুর শাহ তাঁর অন্য ভাইদের পরাস্ত ও নিহত করে বাদশাহ হলেন। ঠিক এমনই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর শুরু হল তাঁর পুত্রদের মধ্যে লড়াই। জুলফিকর খাঁ-র সাহায্যে জাহান্দার শাহ ভাইদের হারিয়ে সিংহাসনে বসলেও দরবারী রাজনীতিতে জুলফিকরের দাপট শুরু হল। সেই সঙ্গে শুরু হল লালকুঁয়ারের উত্থান। সামান্য এক নর্তকীর প্রেমে মশগুল জাহান্দার শাহ বাদশাহীর মর্যাদাকে কীভাবে ভূলুণ্ঠিত করেছিলেন ও অবশেষে নিজেও সিংহাসন তথা প্রাণ হারালেন—সেই ইতিহাস যেমন রোমহর্ষক তেমনই ব্যভিচার ও উন্মত্ততার ঘটনায় পূর্ণ। এ সবই ইতিহাস। এই ইতিহাসকে উপজীব্য

---

* অধ্যাপক (অব.) নাট্যবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : scn1928@yahoo.com

কলকাতার ভাষা: বগরীতি ও সামাজিক শিষ্টাচার

সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়*

(প্রাপ্ত : ১ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

মুখের ভাষার মাধ্যমে যে বক্তার সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা ও রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়, তা দীর্ঘকাল ধরে স্বীকৃত। শহর কলকাতার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে এই চিত্রটা ফুটে ওঠে নানাবিধ ব্যঞ্জনায়। শহর কলকাতা বলতে যাকে আমরা বুঝি তার বয়স খুব বেশি নয় এবং তার জন্মলগ্ন থেকেই এখানে দেশি ও বিদেশি হরেক জাতের হরেক পেশার মানুষের ভিড়। ইংরেজ শাসনে উনবিংশ শতকে পোক্ত হতে সামাজিক শ্রেণিবিভাগটি বড়ো মোটাদাগে প্রতিষ্ঠালাভ করল। যাঁরা ইংরেজি শিক্ষালাভ করলেন তাঁরা যে ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে শুরু করলেন সেই ভাষা আমজনতার ছিল না। আবার একই ব্যক্তির বিভিন্ন শ্রেণিভুক্ত মানুষের সঙ্গে একই সময়ে কথোপকথনে ভিন্ন ভিন্ন সর্বনাম ও ক্রিয়াবদ ব্যবহার করতে থাকলেন। ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার তথা ইংরেজিয়ানার প্রভাবে সাধারণের মুখের ভাষা ও অন্তঃপুরের মহিলাদের ভাষা যা তদবধি চলতি ছিল, সেগুলি দ্রুত প্রস্থান করল। সাহিত্যের ভাষা হল মার্জিত, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ, প্রত্যেকেই সেই ভাষাকে লালন করলেন। টেকচাঁদ ঠাকুর বা হুতোম যে ভাষাকে সাহিত্যে ঠাঁই দিয়েছেন—তা 'ভদ্র' লোকের ভাষা আর থাকল না। দেখা গেল ইংরেজি শাসনে কলকাতার বাঙালি সমাজে যে নতুন শ্রেণিবিন্যাস ঘটেছে সেই বিন্যাসের পরিষ্কার প্রতিফলন ঘটছে মানুষের বাগ্‌রীতিতে ও রচনায়।

---

* প্রফেসর (অব.) ভারতীয় ইতিহাস, সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া।
e-mail : soumyenmukherjee@sydney.edu.au

জীবনস্মৃতি: আত্মকথার অভিযাত্রায় নারী

উত্তরা চক্রবর্তী*

(প্রাপ্ত : ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

নারী আত্মকথার কাহিনিকে অভিযাত্রার বিবরণ বলা হয়েছে এই প্রবন্ধে। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের, থেরিদের গাথা থেকেই অভিযাত্রার শুরু। পুরুষশাসিত সমাজের বাধা ও নিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশের এই অভিযান, যা অভিধানের অর্থ অনুযায়ী দুঃসাহসিক যাত্রা, আত্মকথনের মধ্য দিয়ে তাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

আত্মকথনের এই অভিযাত্রার হাতিয়ার অবশ্যই শিক্ষা ও সচেতনতা। উনিশ শতকে পড়তে ও লিখতে পারার এই আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকার পেয়ে রাসসুন্দরী গৃহের অভ্যন্তর থেকে আত্মকথার অভিযাত্রা শুরু করেন। তাঁরই মতো আরও কয়েকজন উনিশ শতাব্দীর নারী নৈঃশব্দ্যের দেওয়াল ভেঙে আত্মকথনে মুখর হয়েছিলেন। কৈলাসবাসিনী দেবী (মিত্র) স্বামীর পরিচয়ে নয়, জনৈক গৃহবধূ এই পরিচয়ের দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

বিংশ শতকের উচ্চশিক্ষিত মেয়েরা অবশ্যই গৃহের মধ্যে আর আবদ্ধ নয়। বহির্জগতের অবারিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। সেই সব মেয়েরা তাঁদের স্মৃতিচরণে তাঁদের কর্মমুখর, কখনও বিপ্লবী জীবনের কাহিনি শুনিয়েছেন, কেউ-বা তাঁদের রাজনৈতিক কাজকর্মের কথা বলেছেন। উল্লেখযোগ্য বিপ্লবী বীণা দাশ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কমিউনিস্ট আন্দোলনের

* অধ্যাপক (অব.) বেথুন কলেজ, কলকাতা।
e-mail : uttarauttara@rediffmail.com
sonauttara@gmail.com

সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের জাতীয় পরিকল্পনা

শবরী ঘোষ*

(প্রাপ্ত : ১২ জুন ২০১৪ খ্রি., মনোনীত : ৪ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পশ্চাতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির বিরাট ভূমিকা আছে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আধুনিক স্থপতির মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রথম রূপরেখা প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করার পরে কংগ্রেস দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষির বিকাশ ও ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জোয়ার আসবে, এই বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বসু নিশ্চিত ছিলেন। ইংল্যান্ডে ছাত্রাবস্থায় কাভ্যুরের পত্রাবলি, বিসমার্কের আত্মজীবনী, মেটারনিখের স্মৃতিকথা প্রভৃতি গ্রন্থের অধ্যয়ন এবং ১৯৩০-এর দশকে ইউরোপে পরিভ্রমণকালে সমাজতন্ত্রের সফল প্রয়োগে সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপক উন্নতি দেখে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ড. মেঘনাদ সাহা ও স্যার এম. বিশ্বেশ্বরৈয়ার চিন্তাধারাও তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। তবে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বসুর চিন্তাধারার ব্যাপক পার্থক্য ছিল। গান্ধিজি মনে করতেন যে, ভারতের প্রায় সর্বব্যাপী গ্রামীণ জীবনে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বড়ো বেশি বৈদেশিক। তিনি মনে করতেন যে, পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখে কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে গ্রামীণ

---

* পিএইচডি গবেষিকা, ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর আদর্শ ও নরেন্দ্রপুর

শাশ্বতী দত্ত*

(প্রাপ্ত : ১৭ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি., মানোন্নীত : ৮ ডিসেম্বর ২০১৫)

সারসংক্ষেপ

স্বামীজীর 'Man Making education'-এর বাস্তব রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক যুগে যে সকল শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, ১৯৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার স্টুডেন্টস হোম তার মধ্যে একটি। এই হোমের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন বিভাগের সহযোগিতায় ১৯৫৭ তে নরেন্দ্রপুর স্থায়ীভাব এই হোমের স্থানান্তর ঘটে। এই ভাবেই সূচনা হয় রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরের, যা বর্তমানে ভারতের শিক্ষা জগতে এক উজ্জ্বল নাম। এই প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা, দৃষ্টিহীন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিতকারী শিক্ষা প্রণয়ন, দৈহিক ও মানবিক বিকাশের অনুকূল শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ, গ্রাম পুনর্গঠন ও লোকশিক্ষা দান, রাম বাগান বস্তি উন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। কর্মসূচির বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিশুবীথি ও প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, ব্লাইন্ড অ্যাকাদেমি, গ্রাম সেবক ট্রেনিং সেন্টার, আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ডেয়ারি ও পোলট্রি ফার্ম, আরোগ্য নিকেতন ও ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্য ইউনিট প্রভৃতি। সমাজসেবা প্রকল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রয়েছে আশ্রমের আর একটি শাখা—লোকশিক্ষা পরিষদ। রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুর মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার যে উদ্দীপনা জাগিয়েছে তার সামাজিক-আর্থিক গুরুত্ব অপরিসীম।

---

* গবেষিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : saswatidutta949@gmail.com

ত্রাণকার্য: সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে, বাংলা ১৯৪২-৫২

নির্বাণ বসু*

(প্রাপ্ত : ১২ নভেম্বর ২০১৫ খ্রি.)

বাংলা তথা ভারতের আধুনিককালের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ে গবেষণা হলেও, ত্রাণকার্য বা relief নিয়ে কোনো সামূহিক গবেষণা এযাবৎকাল বিশেষ দেখা যায়নি। সেইদিক থেকে দেখলে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গবেষণা সন্দর্ভের এই গ্রন্থিত রূপ অবশ্যই ব্যতিক্রমী বিশিষ্টতার দাবি রাখে।

নিছক সেবামূলক কাজের সঙ্গে ত্রাণের কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য মনে রাখা দরকার : ত্রাণের প্রয়োজন হয় দুর্ভিক্ষ, আকস্মিক বন্যা, ঝঞ্ঝা, খরা বা অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কারণে, মহামারী (প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিজনিত), অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি আকস্মিক ঘটনার সময়। যার প্রয়োজন সব সময়ে হয় না, হঠাৎ করে দরকার পড়ে কিন্তু যখন দরকার হয়, তখনই দ্রুত এবং বৃহদাকার উদ্যোগের (large scale mobilisation) ব্যবস্থা নিতে হয় অর্থাৎ আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলে disaster management। অন্যদিকে সমাজসেবামূলক কাজ (social welfare work) হল দীর্ঘমেয়াদি ও নিয়মিত যেমন শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য পরিসেবা (হাসপাতাল ও ঔষধদান), অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন ও স্বনির্ভরশীলতার ব্যবস্থা, শিশু ও অনাথদের আশ্রয়, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের পরিচর্যার ব্যবস্থা ইত্যাদি। কাজেই, দু-ধরনের সমস্যা ও সমাধানমূলক কাজের চরিত্রও পৃথক।

---

* প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : basu_anindya2004@yahoo.com